Q) ভারতের কর ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো উল্লেখ করো। এই ত্রুটিগুলো দূর করার জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে বলে তুমি মনে করো?

Ans.- **ভারতের কর ব্যবস্থার ত্রুটি :**

ভারতের কর ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো থেকেই এই কর ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো জানা যায়। ভারতের কর ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো নিম্নরূপ :

প্রথমত, এখানে প্রত্যক্ষ কর অপেক্ষা পরোক্ষ করের গুরুত্ব খুব বেশি। পরোক্ষ কর দরিদ্র জনসাধারণের উপর অধিক মাত্রায় পড়ে। ফলে ভারতের কর রাজস্বের সিংহভাগই দরিদ্র জনসাধারণের কাছ থেকে আদায় করা হয়। এই ধরনের কর ব্যবস্থা অধোগতিশীল (regressive)। পরোক্ষ করের প্রাধান্যের অন্যতম কারণ হল প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ কম হওয়া এবং কৃষি আয়করের অনুপস্থিতি। বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করার ফলে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ব্যয় মেটাতে গিয়ে সরকারকে ক্রমাগত পরোক্ষ করের উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ভারতে প্রত্যক্ষ করের হার অতি উচ্চ। এক সময়ে ভারতে প্রত্যক্ষ কর, বিশেষ করে, আয়করের প্রান্তিক হার ছিল ৪৫%। বর্তমানে আয়করের প্রান্তিক হার কমানো হলেও এখনও ভারতে আয়করের হার অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। আয়করের এই উচ্চ হারের জন্য ভারতে কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা খুব বেশি। কর ফাঁকি এড়ানোর জন্য বর্তমানে আয়করের প্রান্তিক হার অনেকটা হ্রাস করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, ভারতের কর ব্যবস্থা অস্থিতিস্থাপক। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর রাজস্বের পরিমাণ আনুপাতিক হারে বাড়েনি। এই জন্যই বলা হয় যে, ভারতের কর ব্যবস্থা অস্থিতিস্থাপক।

চতুর্থত, ভারতের কর পরিচালন ব্যবস্থা এবং কর সংগ্রহ ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। কর আদায়ের খরচ অত্যন্ত বেশি। এছাড়া, ত্রুটিপূর্ণ কর ব্যবস্থার জন্য কর ফাঁকির পরিমাণও অত্যধিক। আদালতের স্থগিতাদেশের ফলেও প্রচুর বকেয়া কর অনাদায়ী পড়ে থাকে। তাছাড়া, বিভিন্ন ধরনের করের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় নেই।

পঞ্চমত, ভারতের কর ব্যবস্থায় স্থায়িত্বের অভাব রয়েছে। বিভিন্ন করের হার ঘন ঘন পরিবর্তন করা হয়। ফলে জনসাধারণ আতঙ্কিত থাকে। কর কাঠামোয় ঘন ঘন পরিবর্তনের ফলে সরকার এবং জনসাধারণ উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ভারতের কর ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো দূর করার জন্য নিম্নলিখিত কতকগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে :

প্রথমত, কর ব্যবস্থাকে বৈজ্ঞানিক ও গতিশীলতার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। কর ব্যবস্থাকে উন্নয়নের সহায়ক হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

দ্বিতীয়ত, নতুন কোনো কর আরোপ করার পূর্বে বর্তমান করগুলো থেকে আদায় যাতে সর্বোত্তম হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। কর পরিচালন এবং সংগ্রহ ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। যাতে

কর ফাঁকি দেওয়া সম্ভব না হয় এবং যাতে কর রাজস্ব আদায়ের ব্যয় সর্বনিম্ন হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

তৃতীয়ত, কর ব্যবস্থার ভিত্তিকে আরও ব্যাপক করতে হবে। ভারতে খুব কম সংখ্যক পরিবার আয়কর প্রদান করে। পরিকল্পনার যুগে আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাতে ক্রমশ অধিক সংখ্যক লোককে আয়করের আওতায় আনা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে উদ্ভূত আয়ের উপর কর আরোপ করে কর রাজস্বে কৃষিক্ষেত্রের অবদান বৃদ্ধি করতে হবে।

চতুর্থত, প্রত্যক্ষ করের ভিত্তিকে প্রশস্ত করে সম্পদ কর, দানকর, মূলধন লাভ কর, ব্যয় কর ইত্যাদি ধার্য করে আয়করের হার হ্রাস করা প্রয়োজন। আয়করের প্রান্তিক হার খুব বেশি থাকলে লোকের সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের প্রবণতা হ্রাস পায়। এটি অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকারক। সেজন্য আয়করের প্রান্তিক হার কমানো প্রয়োজন। কর ব্যবস্থা যাতে বিনিয়োগের পক্ষে সহায়ক হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

পঞ্চমত, পরোক্ষ করের প্রকৃতিতেও পরিবর্তন সাধন করা প্রয়োজন। সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্রদের ব্যবহার্য ভোগ্যপণ্যের উপর কর হ্রাস করা প্রয়োজন। বিলাসবহুল ভোগ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে করহার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কর ব্যবস্থার বিন্যাস এমনভাবে করতে হবে যাতে সমাজের ধনবৈষম্য হ্রাস পায় এবং দরিদ্রদের করভার লাঘব হয়।

মন্তব্য : সাম্প্রতিককালে ভারতের কর ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক হ্রাস করে তার পরিবর্তে মূল্য সংযুক্ত কর বা Value added tax (VAT) প্রবর্তিত হয়েছিল। এরপর 2017 সালের 1 জুলাই সমস্ত পরোক্ষ করের বদলে দ্রব্য ও সেবাকার্যের উপর একটি মাত্র কর বসানো হয়েছে। এই করের নাম দেওয়া হয়েছে Goods and Services Tax বা সংক্ষেপে GST। বর্তমানে সারা দেশে এই কর চালু হয়েছে। আয়করের প্রান্তিক হারও হ্রাস করা হয়েছে। আশা করা যায়, এই নতুন কর ব্যবস্থা (GST) ধীরে ধীরে একটি সহজ, কার্যকর এবং উপযোগী কর ব্যবস্থায় পরিণত হবে।

----------#----------